ঝিনাইদহে মরমী কবি পাগলা কানাইয়ের জন্মজয়ন্তী উৎসব শুরু

ঝিনাইদহে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে মরমী কবি পাগলা কানাই-এর ২১০ তম জন্মবার্ষিকী।

সোমবার সকালে কবির মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ৫ দিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। পরে মাজার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। এতে জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, পাগলা কানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। পরে, লাঠি খেলা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলার বেড়াবাড়ি গ্রামের পাগলা কানাই স্মৃতি সংরক্ষণ সংসদ’র আয়োজনে সোমবার থেকে শুরু হওয়া এ উৎসব চলবে আগামী ১৩ মার্চ পর্যন্ত। প্রতিনিধি পরিবেশিত হবে কবি রচিত গান, পালাগান, লোকনৃত্যসহ নানা পরিবেশনা।

বাংলা ১২২৬ সালের ২৫ ফাল্গুন ঝিনাইদহের সদর উপজেলার বেড়বাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন পাগলা কানাই।

সাইবার ক্রাইম দমনে ট্রেনিং, জনবল বৃদ্ধি ও ইকুপমেন্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে-আইজিপি

সাইবার ক্রাইম দমনে পুলিশের জনবল বৃদ্ধি ট্রেনিং ও ইকুপমেন্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। জেলায় জেলায় সাইবার ক্রাইম সেল গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশের আইজি ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী।

সোমবার সকালে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মডেল থানা ভবন উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ হবে সাইবার ক্রাইম। শুধু বাংলাদেশ নয় বর্তমান বিশ্বে সাইবার ক্রাইম সবথেকে আলোচিত ক্রাইম। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সাইবার ক্রাইম রোধে জনবল বৃদ্ধির। সেই সাথে ইক্যুপমেন্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে।

পুলিশের জনবল বৃদ্ধির ব্যাপারে আইজিপি বলেন, আমাদের আশপাশের দেশগুলোতে জনসংখ্যার তুলনায় পুলিশের সংখ্যা বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ৮’শ লোকের জন্য একজন পুলিশ। এজন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি পুলিশের জনবল বৃদ্ধির জন্য। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আবেদন করেছি।

উনি নিশ্চয় এটি বিবেচনা করে জনবল বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন। এর আগে নব-র্নিমিত কোটচাঁদপুর মডেল থানা ভবন উদ্বোধন করেন। পরে থানায় একটি এ্যাম্বুলেন্স ও একটি পিকআপ ভ্যান প্রদাণ করেন। এসময় ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল আজম খান চঞ্চল, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামানসহ পুলিশ কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে দুই ট্রলি মালিকের জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর সড়কে মাটি ফেলে রাস্তা অপরিষ্কার করায় মাটি বাহি দুইটি ট্রাক্টর চালিত ট্রলি মালিককে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন জায়গায় থেকে মাটি ক্রয় করে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় মাটি পড়ে রাস্তা

অপিরষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই জনসাধারনের চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। প্রতিনিয়ত পিছলি খেয়ে ঘটছে দুর্ঘটনা।

আর এ দুর্ঘটনা এড়াতে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিভিন্ন সড়কে অভিযান চালায়। এমন সময় রাস্তায় মাটি নিয়ে যাওয়া অবস্থায় দুইটি ট্রলি আটক করে। তারপর ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মৃত নেক মোহাম্মদের ছেলে সাইদুল ইসলাম ও মানিকনগর গ্রামের মৃত আঃ রহমানের ছেলে আব্দুল মান্নান মালার কাছে থেকে ১হাজার করে মোট ২হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এবং পরবর্তিতে যেন এরকম ভাবে রাস্তায় মাটি ফেলে অপরিষ্কার না হয় সে বিষয়ে তাদের সাবধান করে দেওয়া হয়।

মেপ্র/ইএম

জীবননগরে প্রতিভার খোজে শাইন ক্লাব -২০২০ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

জীবননগরে মুজিববর্ষে প্রতিভার খোজে শাইন ক্লাব -২০২০ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর শাইন ক্লাবের আয়োজনে দৌলৎগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে মুজিববর্ষে প্রতিভার খোজে শাইন ক্লাব -২০২০ প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর শাইন ক্লাবের সভাপতি শাহ শরিফুল ইসলাম ছোট বাবুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জীবননগর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাসুদর রহমান, সাংবাদিক কাজী শামসুর রহমান চঞ্জল, জীবননগর

উপজেলা কিন্ডার গার্ডেন এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য আবুল কালাম আযাদ, ইকরামুল হক, শাইন ক্লাবের আব্দুর রাজ্জাক বুদো, চাষী রমজান, মাহফুজ, আতিক, মামুন, মোশারফ হোসেন, আলম হোসেন, খুশি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার দৈনিক সময়ের সমীকরণ, দৈনিক নবচিত্র ও টেন মিনিটস। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ।

মেপ্র/আরপি

নানা অনিয়মের হোতা মহুরি নুরুল ইসলাম!

জীবননগর দলিল লেখক সমিতির নাম ভাঙ্গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করে অতিরিক্ত অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন সমিতির সভাপতি নুুরুল ইসলাম। এয়াড়া তার বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুনীতির অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, জীবননগর দলিল লেখক সমিতির বেশ কিছু অসাধু সদস্যরে সাথে যোগ সাজে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সাব রেজিস্টারের নাম করে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে নুরুল ইসলাম।

এদিকে স্থানীয়দের দলিল লেখক সমিতির সভাপতি নুরুল ইসলাম ক্ষমতাশীন দলের নেতা হওয়ার ফলে প্রকাশ্য এ চাঁদা আদায় করছে এবং নিজের অপকর্ম ধামাচাঁপা দেওয়ার জন্য স্থানীয় ক্ষমতাশীন দলের কিছু নেতাকর্মি ও কিছু সাংবাদিককে ম্যানেজ করে চলেন তিনি।

জমি খারিজ করতে দেওয়া প্রতারণার শিকার উপজেলার হাসাদহ ইউনিয়নের তারনিবাশ গ্রামের জহির উদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, আমি জমি খারিজের জন্য যায় সেখানে আমার কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা নিয়েছে আমি টাকা কম দিতে চাইলে ওষান থেকে একজন মুহুরি বলে আপনার এখান থেকে সমিতির

ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক রায়হান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নাম করে ৫ হাজার টাকা তুলে নিজের পকেটে রাখেন।

জীবননগর দলিল লেখক সমিতির সভাপতি নুরুল ইসলামের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমি কোন টাকা আত্বস্বাত করিনি তা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পন্ন মিথ্যা।

জীবননগর সাব-রেজিষ্টার অফিসার মাসুদুর রহমান বলেন, এখানে সমিতির বিষয়টি আমি বলতে পারবো না। তবে সরকারি নিয়মনীতির মধ্যেই আমি কাজ করে থাকি সরকারি নিয়মনীতির বাইরে আমি কোন কাজ করি না আর আমি কোন অতিরিক্ত টাকা গ্রহন করিনি আমার নামে যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পন্ন মিথ্যা।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম বলেন, সরকারি যে নিয়ম আছে সে অনুযায়ী জমি খারিজ করা হয়। তা ছাড়া এখন সব অনলাইনের মাধ্যমে কাজ করা হয়। এখানে অনিয়ম করার কোন সুযোগ নাই এবং সরকারি যে ফিস আছে সে টাকাই নেওয়া হয় ।অতিরিক্ত কোন টাকা নেওয়া হয় না।

তা ছাড়া কেউ যদি সরকারি ফিস বাদে টাকা নিয়ে থাকে তা হলে অভিযোগ পেলে তদন্ত পুর্বক তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/আরপি

জীবননগরে অর্ধ কোটি টাকার গাছ কেটে সাবাড়!

জীবননগর উপজেলার হাসাদহ-রায়পুর সড়ক প্রস্তুতকরণের অজুহাতে সড়কের দু’ধারে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির গাছ টেন্ডার ছাড়াই কাটার অভিযোগ উঠেছে।

ক্ষমতাসিন দলের একটি মহল ও উপজেলা বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজসে সামাজিক বনায়ন সমিতির নেতাদের ম্যানেজ করে এ গাছগুলি কেটে সাবাড় করা হচ্ছে।

বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ ছিলেন মানব ধর্মের পূজারিণী –সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ জাতপাত বিশ্বাস করতেন না বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদ।

তিনি বলেন, বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ ছিলেন মানব ধর্মের পূজারিণী। তিনি জাতপাত বিশ্বাস করতেন না। তিনি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকল ধর্মের জন্য মিলিয়ে একটি ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। যেটি মানবধর্মই পরম ধর্ম।

তিনি বলেন, ‘লালনের সাথে মানুষের একটা আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। লালন শাহর মতো মানুষকে বিশ্বের কাছে উচুঁ করে পৃথিবীর মধ্যে আরেকটা উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারি।

গতকাল রবিবার রাত পৌনে ৯ টায় কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ার লালন আখড়াবাড়িতে দোল পূর্ণিমার রাতে আনুষ্ঠানিভাবে স্মরণোৎসবের উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে হবে, পশুপাখি, গাছপালা, প্রকৃতিকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। তবেই আজকে লালনের এই স্মরণোৎসবে আসা স্বার্থক হবে।’

দেশের মধ্যে একটি কালচার ইউনিভার্সিটি হতে পারে। এবং সেটি এই কুষ্টিয়ায় হতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ। এসময় তিনি বলেন, বিশ্ববরেণ্য লালন সাইজি আমাদের ধন্য করেছেন। তিনি বিশ্বজয়ী পাঠশালা করেছেন সেখানে মানুষ ছাড়া আর অন্য সবকিছু গুরুত্বহীন। নিজেকে চেনো তাহলে অন্যকে চিনতে তোমার সহজ

হবে লালনের এই মর্মবাণী সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতলেই কেবল দেখবেন মানুষ মানুষের আত্মার পরম হয়ে উঠেছে।

লালন গানের ভেতর দিয়ে তার আদর্শ ও বাণী গুরু শিষ্য পরম্পরা প্রকাশ করেছেন। আজ আমরা কুষ্টিয়াবাসী ধন্য লালন সাঁইজির মত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব এখানে এসে আমাদের আলোকিত করেছেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, কুষ্টিয়া কোর্টের জিপি আখতারুজ্জামান মাসুম, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব।

আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন কুষ্টিয়ার ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ওবায়দুর রহমান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি মো: আসলাম হোসেন।

মূল মঞ্চে আলোচনা সভা শেষে শুরু হয় বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহর আধ্যাত্মিক গানের আসর।

যেখানে দেশ বরেণ্য লালন শিল্পী ও লালন একাডেমির শিল্পীরা লালন সংগীত পরিবেশন করেন।

মেপ্র/আরপি

হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা

বিদ্যালয়ে ঠান্ডু-জিনারুল প্যানেল বিজয়ী

উৎসব মুখর পরিবেশে আলমডাঙ্গার হাটবোয়লিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে নির্বাচনের ফলাফলে ঠান্ডু-জিনারুলের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল জয়লাভ করেছে।

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ঠান্ডু-জিনারুল প্যানেল ও কাউসার আহম্মেদ বাবলু চেয়ারম্যান প্যানেল অংশ গ্রহন করে।

মোট ৪৯১টি ভোটার এই নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। সকাল ৮টা থেকে ভোট শুরু হয়ে বিকেল ৪টায় পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়।

বিকেলে ভোট গননা শেষে ঠান্ড-জিনারুল প্যানেলের নজরুল ইসলাম ২৪৫ ভোট, মজনু হোসেন ২২৯ ভোট, আশরাফুল ইসলাম ২২২ ভোট তাজেম আলী ২২২ ভোট ও মোছা: খাদিজা খাতুন ২২৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

প্রতিদ্বন্দি প্রার্থীরা পেয়েছেন মো: জিয়া ১৪৯ ভোট, আসলাম হোসেন ১২৮, শরিফ উদ্দীন ১১৩ ভোট, হারুন-অর-রশিদ ১০৭ ভোট ও কুলসুম খাতুন ১৩১ ভোট পান। এ

ই নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দ্বায়িত্ব পালন করেন উপজেলা মনিটারিং সুপার ভাইজার আমিরুল ইসলাম, সহকারী প্রিসাইডং অফিসার ছিলেন হাটবোয়লিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মাসুদুর রহমান।

মেপ্র/আরপি

[redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

সর্বসম্মতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনিত করেন।

মেপ্র/আরপি

আমাদের আয়না ও নারী দিবস

আজ সারা পৃথিবীতে সমতা ও মর্যাদার সমাজ প্রতিষ্টার জন্য নারী দিবস পালিত হচ্ছে। কিন্তু এই দিবস আমাদের জীবনে কী প্রভাব ফেলছে তার একটা রিক্যাপ হওয়া দরকার। এই ময়নাতদন্তের যোগ্যতা আমার নেই। এটা বোদ্ধা ও চিন্তাবিদরা করবেন। আমি একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে আমার শোনা কিছু ঘটনা সামনে নিয়ে আসতে চাই। আমি দেড় যুগের মতোন সময় ধরে উন্নয়ন কর্মী হিসেবে নারীদের সাথে কাজ করছি। বিভিন্ন প্রশিক্ষনে থাকার সুযোগ হয়েছে। এই সময়ে অধিকাংশ নারীই তাদের চোখের পানিতে নিজেদের গল্প শোনান। তারই কয়েকটি এখন সামনে নিয়ে আসতে চাই।

ঘটনা ১◌ঃ
দক্ষিণ অঞ্চলের কোন এক জেলার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি শুরু করলেন।
তোমার প্রশিক্ষণে আসার দিনের ঘটনা। আমি বাসে আসবো। টার্মিনালে যাবার পর ড্রাইভার, সুপারভাইজার আমাকে সম্মানের সাথে সিটে বসিয়ে দেন। পাশের সিটটি ফাঁকায় ছিলো। আমি ওদের কথা চিন্তা করে কোন নারী অথবা অল্প বয়সী কাউকে বসাতে বললাম। গাড়ি ছাড়ার আগে এক কিশোরকে পাওয়া গেল। আমি তাকে পাশে বসিয়ে নিশ্চিত যাত্রা শুরু করলাম। একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা অস্বস্তি নিয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমার শরীরে অযাচিত স্পর্শ করছে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। পাশে নির্বিকার কিশোর শুয়ে আছে। কিশোর ছেলটার দিকে তাকিয়ে আমার নিজের উপর প্রচন্ড রাগ হলো। নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলা আমি। ছি! একটা কিশোর ছেলে যে কিনা আমার নাতির চেয়েও ছোট তার সম্পর্কে ভুল ধারনা করছিলাম। আমার আর ঘুম আসলো না। আমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার একই অনুভূতি। আমি এবার স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার পাশের কিশোর আর কিশোর নেই সে পুরুষ হয়ে গেছে। তার হাত ই আমার শরীরে। লজ্বায়

ঘৃনায় নিজেকে সামলাতে পারিনি। দিলাম এক থাপ্পড়। শব্দে সুপারভাইজার আসলো, আমি শুধু এইটুকু বলতে পারছিলাম যে, জানোয়ার টাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দাও। আমি সারা রাস্তা কেঁদেছি আর ভেবেছি কেন এইটা হলো। আমি আসলে ঐ কিশোরের কাছে কোন মানুষ ছিলাম না ছিলাম শুধু একজন নারী চাইলেই যার শরীরে হাত দেয়া যায় এবং গায়ে হাত দিতে কোন বয়স লাগেনা।

ঘটনা ২◌ঃ
উত্তর বঙ্গের একটা ট্রেনিংএ থাকা একজন নারী তার জীবনের একটা ঘটনা বললেন। ঘটনা ছিলো…
আমি বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে। শিক্ষকতা করি। আমার শশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি বেশ দূর। আমার বাবা মারা গেলেন। রাতে আমরা বাড়ির উদ্দেশ্য রওনা দিলাম। ভোররাতে বাড়িতে পৌছালাম। আমার বাবার লাশ উঠানে। আমি ঘরে গেলাম। আমার স্বামীকে সময় দিলাম তারপর ওজু গোছল করে বাবার কাছে গেলাম। বাবার লাশ উঠোনে রেখেও আমি স্বামী সেবার হাত থেকে মাফ পাইনি সেদিন।

ঘটনা ৩◌ঃ একজন কলেজের শিক্ষক যার বাবা তাকে দেখতে আসলে শাশুড়ী ও স্বামী অভিযোগ করতেন। নিভাঁজ নিপাট ভালো মানুষ বাবা শুধু মাথা নিচু করে শুনতেন। একসময় বাবা চলে যেতেন। যাবার সময় কলেজ শিক্ষক মেয়েটিও সাথে নামতেন এগিয়ে দেবার জন্য। এসময় কেউ কারো সাথে কথা বলতেন না, শুধু প্রতিটি সিড়িতে তাদের চোখের পানি পড়তো।

ঘটনা ৩◌ঃ
বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ করাচ্ছিলাম। অংশগ্রহণকারী হিসবে ছিলো ল ডিপার্টমেন্টের একজন যে তার ক্লাসে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া। তার বাবা তাঁকে একবছর পর্যন্ত দেখতে যাইনি শুধু মেয়ে হয়ে জন্মানোর কারনে। বাবা এখন মেয়েকে নিয়ে অনেক গর্ব করে কিন্তু মেয়েটির যখন এইকথা মনে হয় তখন সে শুধুই কাঁদে।

ঘটনা ৪◌ঃ
একজন স্কুল শিক্ষক নারী ও তাঁর স্বামীকে সকল প্রকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে শুধু কন্যা সন্তান জন্ম দেবার কারনে। শুধু তাইনয় তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। যদিও ঐ বাড়ির তিন পরুষ সদস্যের তিনটি ছেলে সন্তান আছে। শশুর শাশুড়ী কোন কন্যা সন্তানের জন্ম মেনে নিতে পারেননি। বাড়িতেও জায়গা হয়নি তাদের।

এরকম হাজারো ঘটনার দেশ আমাদের। এখানে এখনো সিনেমা তৈরী হয়

মেয়েরাও মানুষ, মা বড় না বউ বড়, স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত নামে। এইদেশে এখনো ছয় মাসের শিশু থেকে শতবর্ষী বৃদ্ধা ধর্ষিত হয়। নুসরাত তনুদের মেরে ফেলা হয়।
এইরকম একটা দেশে ঘটা করে নারী দিবস পালন একদিনের বাঙালি সাজার মতোন একটি ঘটনা।
তাই দিবস পালন নয়, আমাদের মগজে যেদিন নারী মানুষ হিসেবে স্থান পাবে সেদিনই শুধু মাত্র একটি সমতার ও মর্যাদার সমাজ গড়ে উঠবে। কবে হবে সেটা? এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আমার ধারণা উপরওয়ালার কাছে করলেও তিনি কান্নাকাটি শুরু করবেন কারন ঐদিনের খবর তাঁর কাছেও নেই।…